২৭-০৩-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখো। যদি তাঁর মত অনুসারে চল তাহলে বাকি সব মিত্র-সম্বন্ধীদের থেকে মমত্ব চলে যাবে।"

প্রশ্নঃ- কোন্ কথা বাবা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব নয় ?

উত্তরঃ- আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা, তোমাদেরকে পড়াতে এসেছি, আমি তোমাদেরকে আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এইরকম কথা বলার শক্তি বাবা ছাড়া কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। তোমাদের নিশ্চয় আছে - এই নতুন জ্ঞান নতুন বিশ্বের জন্য, যেটা রুহানি বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী।

*গীতঃ- ভোলানাথের মতো অনন্য আর কেউ নেই ..... *

বাচ্চাদেরকে চিরকাল বাবাই দিয়ে থাকেন। একজন হয় হদের বাবা, যে তার ৫-৮ জন বাচ্চাকে উত্তরাধিকার দেয়। বেহদের বাবা বেহদের উত্তরাধিকার দেন। সকলের বাবা এক তিনিই। লৌকিক বাবা তো অনেক আছে এবং তাদের অনেক সন্তানও হয়। ইনি হলেন সকল সন্তানের পিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকেও বাবা বলা যাবে না । শঙ্করের কাজটাই আলাদা। তিনি দান করেন না । একমাত্র নিরাকার বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন পরমপিতা, ওপরের থেকেও ওপরে মূলবতনের নিবাসী। বোঝানোর জন্য ভালো যুক্তি প্রয়োজন, মিষ্টি কথাও প্রয়োজন। কাম হল মহাশত্রু - এর ওপর বিজয়ী হতে হবে। কন্যারা তো স্বতন্ত্র। এমন অনেক মানুষ আছে যারা ব্রহ্মচর্যে থাকতে পছন্দ করে। বিকারী পরিবার মার্গে যেতে না চাইলে এইভাবে থেকে যায়, এতে নিষেধ নেই। কথায় আছে কন্যাদের কানাইয়া, অর্থাৎ শিব হলেন কন্যাদের পিতা । কৃষ্ণকে কন্যাদের বাবা বলা যাবে না। । এখানে তো ব্রহ্মাকুমারীরা আছে। কৃষ্ণ-কুমারী হয় না। কৃষ্ণকে প্রজাপিতাও বলা হয়না। কন্যা এবং মাতাদেরকেই তো সহ্য করতে হয়। কিন্তু হৃদয় (অন্তর) পরিষ্কার হতে হবে। বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই লেগে থাকলে অনেকের থেকে বুদ্ধি উঠে যাবে। পাক্কা নিশ্চয় যেন থাকে যে আমাকে কেবল বাবারই হতে হবে। তাঁর মত অনুসারে চলতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে তুমি তোমার যুগলকেও বোঝাও যে এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। কংসপুরীর বিনাশের প্রস্তুতি চলছে। কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাইলে বিকারকে ছাড়তে হবে। কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। এখন তোমাকে আমার এবং তোমার দুজনেরই কল্যাণ করতে হবে। আমি এবং তুমি দুজনেই এক ভগবানের সন্তান। তুমিও এটা বল যে ভগবান আমাদের বাবা, তাহলে আমরা তো নিজেদের মধ্যে ভাই বোন হয়ে গেলাম। তাই বিকারে যাওয়া উচিত নয়। ভারত যখন পবিত্র ছিল তখন সবাই সুখী ছিল, এখন তো দুঃখী। নরকে ধাক্কা খেতে থাকছে। বাবা বলছেন দুই হাত বাবার হাতে দিয়ে পবিত্র হয়ে স্বর্গে চল। এখন কেন আমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকারকে হারাব। প্রতিদিন বোঝাতে থাকলে হাড় নরম হয়ে যাবে (মন গলবে) । কন্যারা তো স্বাধীন, শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের সঙ্গ যেন খারাপ না হয়। এই অপবিত্র ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা বলছেন - যদি পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে। বিষ্ঠার কীট হলে তাদেরকে ভুঁ ভুঁ করে নিজের সমান বানাতে হবে। শক্তি সেনার মধ্যে তো শক্তিও থাকতে হবে, তাই না। সন্তানদেরকে তো সামলাতেই হবে। কিন্তু মোহ রাখা যাবে না । একের সাথেই যেন বুদ্ধির

যোগ থাকে। চাচা, মামা, কাকারা হল এই সৃষ্টিরূপী নাটকের অভিনেতা। এখন খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে, ফেরত যেতে হবে। বিকর্মের হিসাব ইত্যাদি মেটাতে হবে। এই পুরানো দুনিয়াকে হৃদয় থেকে সরিয়ে দিতে হবে। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন শ্রীমৎ অনুসারে চললে স্বর্গের বাদশাহী পাবে। এটা ভগবানের শ্রীমৎ। রাজযোগের দ্বারা বরাবর রাজাদের রাজা হয়। এই মৃত্যুলোক তো এখন বিনাশ হবে। তাহলে কেন না বাবার থেকে ২১ জন্মের পুরো উত্তরাধিকার নিয়ে নিই । স্টুডেন্ট (শিক্ষার্থী) বোঝে যে আমি যদি ভালো করে পড়ি তাহলে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করব। আর এখানে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করলে সেখানে স্বর্গেও উঁচু পদ পাব। রাজকুমার-রাজকুমারী হওয়ার লক্ষ্য তো রাখতে হবে। সবাই তো হবেনা। প্রজা তো অনেক অনেক তৈরি হচ্ছে। প্রদর্শনীর দ্বারা ধীরে ধীরে অনেক প্রভাব বিস্তার হবে।

তোমরা জানো, যে নাটক এখন হচ্ছে সেটা ৫০০০ বছর আগেও হয়েছিল। বাবা বলছেন আমিও নাটকের বন্ধনে বাঁধা। আমার পার্ট না থাকলে আমিও কিছু করতে পারিনা। এইরকম নয় যে স্বদর্শন চক্র দিয়ে কারোর মাথা কেটে দিই। স্বদর্শন চক্রের অর্থও তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। শাস্ত্রে তো অনেক কথা লিখে দিয়েছে। স্ব-দর্শন অর্থাৎ সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জানা। স্ব অর্থাৎ আত্মার সৃষ্টি চক্রের দর্শন হয়েছে যে, আমরা বরাবর ৮৪ চক্র পরিক্রমা করি । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী... এখন চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার নতুন চক্র ঘুরবে। এই চক্র ভারতেরই। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভারতবাসীদেরই পার্ট আছে। যখন ভারতের দুই যুগ শেষ হয় তখন অর্ধেক দুনিয়া শেষ হয়, তাকেই প্যারাডাইস (স্বর্গ) বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য ধর্মগুলো তো আসেই তারপরে। তাদেরকে বলো, তোমাদের আগে এই দুনিয়া স্বর্গ ছিল, নতুন ছিল। এখন পুরাতন দুনিয়া হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে শুরুতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীরা ছিল। সেই রাজধানীর যখন শেষ হয় তখন নতুন এবং পুরানোর মাঝখানে মধ্যবর্তী দুনিয়া আসে। প্রথম অর্ধেক কল্প শুধু ভারতই ছিল। সমগ্র নাটক আমাদের ওপরেই তৈরি হয়েছে। আমরাই শ্রেষ্ঠাচারী দ্বিমুকুটধারী রাজা ছিলাম। আবার আমরাই ভ্রষ্টাচারী হয়েছি, পূজ্য থেকে পূজারী - আর কেউ এইরকম কথা বলতে পারবেনা। বোঝানোর কত সহজ বিষয়। পরম আত্মা (সুপ্রীম রুহ) এই রুহানী জ্ঞান বাচ্চাদেরকে দিচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বাবা জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা বলছেন যে আমি আত্মাদেরকে পড়াচ্ছি। আত্মাদেরকে সাথে নিয়ে যাব। আর কারোর এইরকম বলার সাহস নেই। যদি কেউ নিজেকে ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলেও, তবুও সেই সামর্থ্য তাদেরও নেই। , এখানের জ্ঞানকেও কিছুটা কপি করে নেবে, কিন্তু তারা এইপথে চলতে পারবেনা। সত্য সর্বোপরি সত্যই হয়, সত্য কখনও লুকিয়ে থাকতে পারেনা। অন্তিম কালে বলতেই হবে - হে প্রভু, আপনি যেটা বলেন সেটাই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সত্য। তিনি নিরাকার। শিবরাত্রির অর্থও বোঝেনা। যদি কৃষ্ণের শরীরে আসেন তাহলে বলবেন আমি কৃষ্ণের শরীরে এসে তোমাদের জ্ঞান দিই। এটা তো হতে পারেনা। এটা হল জ্ঞান, এতে ভাল করে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী (গডলী স্টুডেন্ট), এটা বুদ্ধিতে না থাকলে বুদ্ধিতে কিছুই বসবেনা। এটা হল তোমাদের অনেক জন্মের শেষে অন্তিম জন্ম। এই মৃত্যুলোকের এখন বিনাশ হবে। তাই এখন আমি অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য এসেছি। সত্য নারায়ণের কথা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান, কথা নয়। পুরাতন, প্রাচীন বিষয়কে কথা বলা হয়। এটা হল জ্ঞান। তোমাদের একটা লক্ষ্যও আছে। এটা একটা কলেজও। ইতিহাস, ভূগোল হল পুরাতন কথা। অমুক-অমুক রাজা রাজত্ব করতেন। এখন বাবা বলছেন নাটকে আমারও পার্ট আছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা

বিনাশ। বিনাশের জন্য ওরা তো এইসব বোমা ইত্যাদি বানাবেই। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরা কি করত? শাস্ত্রে তো উল্টোপাল্টা লিখে দিয়েছে। যাদবদের জন্য ঠিকই লিখেছে যে নিজেদের কুলের বিনাশ নিজেরাই করেছে। কিন্তু পাণ্ডব আর কৌরবদের হিংসক যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে। এটা তো হয়নি। তোমাদের সাথে আছেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন প্রধান পান্ডা এবং গাইড। তিনিই পতিত-পাবন এবং মুক্তিদাতা। রাবণ রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে রাম রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বলছেন, এই রাবণ রাজ্য বিনাশ হয়ে, মুর্দাবাদ হয়ে আবার পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী সত্যযুগী রাজ্য শুরু হচ্ছে। এটা তোমরা বাচ্চারাই জানো এবং অন্যকে বোঝাতেও পার। আর কেউ এটা জানেনা। ভক্তিমার্গের লোকেরা শাস্ত্র তো অনেক জানে। মনে করে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পেতে হবে। অর্ধেক কল্প হল ভক্তিমার্গ। ভক্তির শেষে জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞানের ইনজেকশন দেন। এটা হল তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পতিত-পাবন গড ফাদারলি স্টুডেন্ট লাইফ। পতিত-পাবন মানে সৎগুরু। গড ফাদার মানে পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি আবার শিক্ষক রূপে রাজযোগও শেখান। কত সহজ কথা। আগে পতিত-পাবন অবশ্যই লিখতে হবে। গুরু সকলের থেকে বুদ্ধিমান হন। মনে করে গুরু সদগতি দেন, দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন। বাবা কত ভাল করে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু এটা কারোর বুদ্ধিতে বসেনা যে আমরা ভগবানের সন্তান তাই উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন হে আমার বাচ্চারা, তোমরা রাবণের ওপর বিজয় লাভ করলে জগৎজিৎ হয়ে যাবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা যেরকম মিষ্টি, বাচ্চদেরকেও সেইরকম মিষ্টি হতে হবে। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে, পরে অবশ্যই বুঝবে। তোমাদেরকেও বিশ্বাস করবে। দেখবে যে লড়াই তো লেগে গেছে, কেন না বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নিই । এইরকম যুদ্ধ ইত্যাদির সময়ে বিকারের কথা স্মরণে থাকেনা। কেউ এইরকম বলবেনা যে বিনাশ হওয়ার আগে বিষের স্বাদ তো নিয়ে নিই। সেই সময়ে নিজেকেই সামলাতে থাকবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই কাম কাটারী চালানোর ফলে তোমাদের এই অবস্থা হয়ে গেছে, দুঃখী হয়ে গেছ । পবিত্রতাতেই সুখ আছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, তাই তো তাদের পূজা করা হয়। কিন্তু এই সময়ে দুনিয়ায় ঠকবাজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এখানে কেউই প্রভু বা কর্তা নয়। প্রজার ওপর প্রজার রাজত্ব। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের কত সুন্দর পয়লা নম্বর রাজ্য ছিল। একে সেই ভারত কে বলবে ! এসবই ভুলে গেছে। রুদ্রমালা, তারপরে বিষ্ণুর মালা। ব্রাহ্মণদের মালা তো হতে পারে না । কারণ নিচে ওপরে নামতে উঠতে থাকে। আজ যে ৫-৬ নম্বরে, কালকে দেখ সে নেই। উত্তরাধিকার থেকে, রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বাকি থাকল প্রজা পদ। যদি এখানে থেকেও ছেড়ে দেয় তাহলে প্রজাতেও উঁচু পদ পাবে না । অনেক বিকর্ম হয়ে যায়। তোমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন - কত আশ্চর্যজনক কথা। এটা হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান। তোমরা নতুন বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন পুরাতন বিশ্বে কড়ি তুল্য হয়ে গেছ। বাবা কড়ি তুল্যকে পুনরায় হীরে তুল্য বানান। তোমরা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছ। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কোনো সম্বন্ধের প্রতিই মোহ রাখা যাবেনা । অন্তরের সত্যতা এবং স্বচ্ছতার দ্বারা নির্বন্ধন হতে হবে। বিকর্মের হিসাব চুক্ত করতে হবে।

২) মিষ্টি বাণী এবং যুক্তিযুক্ত কথার দ্বারা সেবা করতে হবে। পুরুষার্থ করে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে।

*বরদান:- বাবার থেকে প্রাপ্ত বরদানগুলিকে সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করে ফলদায়ক করতে সমর্থ বরদানী মূর্ত হও(ভব)।

বাবার থেকে যে সকল বরদান প্রাপ্ত হয় সেগুলোকে যদি সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ কর তবে বরদান অক্ষুণ্ণ থাকবে। বরদানের বীজকে ফলদায়ক বানানোর জন্য তাকে বারবার স্মৃতির জল দাও, বরদানের স্বরূপে স্থিত হওয়ার রোদ দাও। তাহলে একটা বরদান অনেক বরদানকে সাথে নিয়ে আসবে এবং তার ফলে বরদানী মূর্ত হয়ে যাবে। যত বরদানকে সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করবে তত বরদান এবং শ্রেষ্ঠ স্বরূপ দেখাতে থাকবে।

স্লোগান:- মনোযোগ (অ্যাটেনশন) যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে দুশ্চিন্তা (টেনশন) নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।